দুই বোনের কথা

• হুমায়ূন কবির

[লেখক আমেরিকা প্রবাসী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের চারটি বিষয়ে আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড। অবসরে সাহিত্যচর্চা করেন। তার রোগীদের কাহিনী আর সেই সঙ্গে আমেরিকার জীবনযাত্রার নানা দিক নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছেন এই সিরিজে]

(পর্ব ছয়)

দুজন একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। কে রোগী বোঝার উপায় নেই। দুজনেই একসঙ্গে কথা বলে।

–আমরা দুই বোন। একসঙ্গেই যাই সব জায়গায়। এখানেও এলাম একসঙ্গে। অসুবিধা নেই তো?

–না, না। অসুবিধা কী? তবে জানতে তো হবে রোগী কোনজন!

একজন হাত তুলল।

–আমিই রোগী। ও এসেছে আমার সঙ্গে।

আলাপ শুরু হলো।

–কী অসুবিধা? কীভাবে সাহায্য করব তোমাদের?

–না, কোনো অসুবিধা নেই। শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, কাশি এসব কিছুই নেই।

–ক্ষুধা কম? ওজন কমছে?

না, ওসবও নেই।

–তাহলে আমার কাছে এলে কেন, বলো তো?

দুই বোনই বলল, ওরা জানে না। ডাক্তারের অফিস থেকে জরুরি খবর পাঠিয়েছে। তাই এসেছে।

ওরা না জানলেও আমি জানি। আমাদের অফিসের নিয়ম হলো, দিনের শুরুতেই ওইদিনের নতুন রোগীদের ফাইল নিয়ে একটা দ্রুত আলোচনা সেরে নিই। অন্য ডাক্তারদের অফিস থেকে পাঠানো নথিগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিই তখন। সেই অনুযায়ী নার্সকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এতে করে আমার আর নার্স দুজনেরই সুবিধা হয় পরে। এই রোগীটির এক্সরে আর সিটি স্ক্যানের রিপোর্টটি পড়ে মোটেও ভাবিনি এ রকম হাসি-খুশি একজনের দেখা পাব। দেখে মনেই হয় না যে এই উচ্ছল মহিলাটির ভেতরে এমন মারণব্যাধি বাসা বেঁধেছে।

ব্যক্তিগত প্রশ্নাদির পর পারিবারিক স্বাস্থ্য-ইতিহাসের প্রশ্ন উঠতেই কলকল করে কথা বলে গেল দুই বোন মিলে। বাবা কয়লা খনিতে কাজ করত। ওদের অল্প বয়সেই বাবা মারা যায় খনি দুর্ঘটনায়। আবার বিয়ে করে মা। সৎ বাবার ঘরে বড় হয় ওরা। অসুখী জীবন। তখন থেকেই দুই বোনের গলায় গলায় ভাব। সব কিছুই একসঙ্গে। হাই স্কুলে ঢোকার পর দুই বোন একসঙ্গেই প্রেম করা শুরু করে।

বাবা কয়লা খনিতে কাজ করত। ওদের অল্প বয়সেই বাবা মারা যায় খনি দুর্ঘটনায়। আবার বিয়ে করে মা। সৎ বাবার ঘরে বড় হয় ওরা। অসুখী জীবন। তখন থেকেই দুই বোনের গলায় গলায় ভাব। সব কিছুই একসঙ্গে। হাই স্কুলে ঢোকার পর দুই বোন একসঙ্গেই প্রেম করা শুরু করে

–বিয়েও কি একই সঙ্গে?

না। ওই এক জায়গাতেই মিল নেই। আমাদের রোগীটির প্রেমিক হঠাৎ মারা যায় দুর্ঘটনায়। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। আর কাউকে ভালবাসতে পারেনি কখনো। তাই বিয়েও করেনি। মায়ের সঙ্গেই থেকে যায়। অন্য বোন বিয়ে করে সংসার শুরু করল ঠিকই, কিন্তু তারও কপাল খারাপ। সন্তানাদি হওয়ার আগেই বর মারা গেল অকালে। বছর কয়েক পর মাও মারা গেল। দুই বোন আবার ফিরে এলো এক বাড়িতে। একসঙ্গে থাকে এখন। আবারো সেই গলায় গলায় ভাব, যেমনটা ছিল বাল্যকালে। শত দুঃখের ভেতরেও এক চিলতে সুখ।

লক্ষ্য করলাম দুজনের পরনে একই রকম কাপড়। শুধু রঙের পার্থক্য।

ছবি তোলার অনুমতি চাইতেই ঝটপট রাজি। আমাদের রোগীটি এসে দাঁড়াল পাশে।

দাঁড়াও। দাঁড়াও। আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন? এই বলে বোনটি এসে দাঁড়াল আরেক পাশে।

এই বোন দুজনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। কোনো রাখঢাক না করেই সব বলেছি। বারবার জিজ্ঞেস করেছি, সব বুঝেছ তো? কোনো প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ আছে। অনেক প্রশ্ন করল। কম্পিউটারে সিটি স্ক্যানের সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইল। অনেক কিছু জানতে চাইল। কিন্তু সারাক্ষণ হাসিখুশি। এমনকি বায়োপসি করার অনুমতি দিয়ে কাগজপত্র সই করার সময়ও তেমন উচাটন হতে দেখিনি। বিপদে স্থির থাকার এক আশ্চর্য স্বর্গীয় ক্ষমতা এই দুই বোনের!

ওরা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ভেবেছি ওদের কথা। পরের ভিজিটে না জানি কেমন দেখব ওদের! ■

[আমেরিকার নিয়ম মেনে প্রতিটি রোগী অথবা ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর প্রিয়জনের কাছ থেকে ছবি এবং কাহিনী প্রকাশের যথাযথ অনুমতি নেয়া হয়েছে]